OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 53
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 451 - 455
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 451 - 455
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

পুরুলিয়ার নাচনী জীবন ও তাদের সংস্কৃতি

ড. উজ্জ্বল রায়
সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ
সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়, কাকদ্বীপ
Email ID: ujjal.lro@gmail.com

ও

ড. সুবীর কুমার সেন
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়, কাকদ্বীপ

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Puruliya, Palash flowers, Nachni, Devdasi, Jamindars, Jhumur.

Abstract
Puruliya district is famous for palash flower and dancers. Who's are famous for dancing in the court of jamindars. Struggle of their life and society are tremandous. Similarly like devdasi of south India. Now situation and their importance as well as life style are quite change. Jhumur songs are linked with them and they are gain prestige through the presentation of Jhumur in many places.

Discussion

।। এক ।।

নাচনী : একটা সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার

পুরুলিয়া মানেই পলাশ বন। যেখানে পলাশ রঙে সুর জেগে ওঠে। সেই সুর মানভূমের ভাদু-টুসু কিম্বা কখনো কখনো ঝুমুর গানের তালে তালে মুখরিত করে তোলে চারপাশ। সেই গানের সঙ্গে পল্লীর আসরে যাঁরা শরীরের নানা বিভঙ্গে নেচে ওঠেন, তাঁদের সাধারণ একটা পরিচয় আছে – তাঁরা নাচনী। তাঁদের এই নাচের সঙ্গে পুরুলিয়ার প্রথাগত ছৌ-এর একটা তফাৎ আছে। কিন্তু ঝুমুর গানের সঙ্গে নাচনী নাচের একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। এই প্রসঙ্গে তরুণদের ভট্টাচার্য লিখেছেন—

> "ছো নাচ পৌরুষ দৃপ্ত, নাচনী নাচ রমনী স্নিগ্ধ। ছো নাচে নারীরা দশক, অংশগ্রহণকারী নন। নাচনী নাচে তাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ...নাচনী নাচের প্রাণস্পন্দন ঝুমুর। নৃত্যকর্মরটি নিয়ন্ত্রিত হয় ঝুমুরের রস, ভাব ও বিষয় অনুযায়ী। প্রকৃতপক্ষে ঝুমুরই নৃত্যের আত্মা, নৃত্য অবয়ব। নৃত্যের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয় আটটি অঙ্গ, মাথা, ভুরু, চোখ, মুখ, বাহু, ছাতি, কোমর ও পা। সুস্পষ্টভাবে মুদ্রার ব্যবহার নেই

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 53
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 451 - 455
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> নৃত্যে। হস্তক, বিভিন্ন গতি, চারী, ভ্রমরী প্রতি ঠাটের লক্ষণ আছে। লোকনৃত্য থেকে ক্লাসিক্যাল নৃত্যে উন্নীত হবার প্রবণতা ছিল নৃত্যটিতে।”[১]

একদা মানভূমের ‘গুরুমাতা’ রূপে পরিচিত সিন্ধুবালা দেবীকে জমিদার শশিভূষণ সিং বাঈজী বানানোর জন্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু জনৈক মহেশ্বর মাহাতো তাঁকে কেদরিতে নিয়ে এসে বিবাহ করেন এবং তাঁরই সহযোগিতায় সিন্ধুবালা দেবী বিখ্যাত নাচনী হয়ে ওঠেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মূলতঃ অভাবী ঘরের মেয়েরা নাচনী’র এই বিষয়টিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে শুরু করে। কিন্তু বাংলার লোকসংস্কৃতিতে তারা কখনোই উপেক্ষা করবার নয়। এদেরকে কোন কোন সমালোচক একদা এদেশে বিভিন্ন মন্দিরগুলিতে লালিত দেবদাসীদের তুলনা করেছেন। এই দেবদাসীরা যেমন তাঁদের পারিবারিক অভাব ও বিপর্যয়ের কারণে দেবদাসী হতে বাধ্য হতেন; ঠিক তেমনি করেই পুরুলিয়ার সমাজ-বাস্তবতা ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে যে জীবন সংগ্রাম, তাতে বৃত থাকতেই বহু মেয়েরা এই নাচনী হয়ে উঠতে থাকে এবং ক্রমশ সারা পুরুলিয়া জুড়েই একটা নাচনী সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। যারা বাউল সম্প্রদায়ের মতোই নৃত্য ও গীতকে তাদের শুধু পেশামাত্র নয়; সারা পুরুলিয়ার পক্ষে একটা সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার করে তুলেছে; এরা মূলতঃ বিভিন্ন স্বাদের ঝুমুর গানের সঙ্গে নৃত্য প্রদর্শন করে থাকে। তবে অধ্যাপিকা জলি বাগচি (গুপ্ত) দেবদাসী ও নাচনীদের তুলনা করতে গিয়ে লিখেছেন—

> “নাচনি ও দেবদাসী উভয়ই সন্তান ও উত্তরাধিকার প্রশ্নে পুরুষতন্ত্রের দ্বারা আক্রান্ত হতে থাকলেন। সমাজপরিবর্তনের পর থেকে দেববালাদের সন্তান ও উত্তরাধিকার নিয়ে সমাজ প্রশ্ন তুলল। নাচনিদের সন্তানদের গায়েও খাওয়াসিন ছাপ মারা হল। নাচনিদের জীবনেও উত্তরাধিকার প্রশ্ন জ্বলন্ত হয়ে উঠল। দুইজনের ভবিষ্যৎই জটিল ও অন্ধকারময় হয়ে পড়ল।”[২]

এছাড়াও দক্ষিণ ভারতের দেবদাসী ও পুরুলিয়ার নাচনিদের সঙ্গে ভৌগলিক দূরত্ব থাকলেও আরো যেসব ক্ষেত্রে এরা প্রায় সমগোত্রীয়। নাচনী ও দেবদাসী উভয়ই ভারতীয় নৃত্যধারার সঙ্গে যুক্ত। নাচনীরা স্বইচ্ছায় বা কখনো দালালদের দ্বারা সংগৃহিত হন। অন্যদিকে, দক্ষিণভারতের মন্দিরগুলো কোন না কোন ভাবে রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতার অধীন ছিল, এই রাজাদের উৎসাহেই বিভিন্নভাবে দেবদাসী সংগ্রহ ও পোষণ করা হত। উভয়েই খুব অল্প বয়স থেকে, যেমন ১২/১৩ বছর বয়স থেকে নৃত্যধারার সাথে যুক্ত হন। দেবদাসীদের পরম্পরা রয়েছে। নাচনীদের মধ্যে কখনও যেমন পরম্পরা আছে, কখনও তার ব্যতিক্রমও আছে। এদের উভয়কেই নৃত্যশিক্ষা নিতে হয়। নাচনীরা রসিকের কাছ থেকে শিক্ষা নেন আর দেবদাসীরা নেন তাঁদের পূর্বসুরীদের কাছ থেকে।

রাজদরবারে, ধনী প্রাঙ্গণে, মাঠে, বৃক্ষতলে, যে কোনো স্থানেই এই নাচের আসর বসতে পারে। দর্শক— সকল শ্রেণিরমানুষ। মানুষকে আকৃষ্ট করা ও আনন্দ দেওয়ার মাপকাঠীতে নাচ এবং নাচনীর মূল্যায়ন করা হয়। কখনও কখনও কারো নৃত্যে মুদ্রাও পরিলক্ষিত হয়। সেগুলি এদের শিল্পীসত্তার পরিচয় দেয় এবং অনেকে শিল্পী হিসেবে স্বীকৃত হয়ে পরিচিতিও অর্জন করেন। নাচনীরা যে ঝুমুর গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করে থাকে সেই ঝুমুর গান বাংলা লোক-সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্তর্গত। সেই রকম একটি গান নিম্নে উল্লেখ করা গেল—

> ‘১। ঝিমিক ঝিমিক জলে, চিটা মাটি গলে
> ছলকে গেলি গো, পিছলে গেলি গো রং।।
> পড়ে হলি গো তকে ভালে ভালে।।
> ২। ছলক ছলক চাইলে, আড়ে আড়ে ভাইলে
> নয়ন বানে গো বিঁধিছে হিয়ায়
> পাগল হলি গো ও তোর মাথা বাঁধাটায়।।’[৩]
>
> [রচয়িতা - কৃত্তিবাস কর্মকার।]

তবে নাচনী নাচ লোক-সংস্কৃতির অঙ্গ কিনা তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে নাচনী নাচ অবশ্যই একান্ত ভাবে পেশাদারি এবং রসিকের অর্থোপার্জনের মাধ্যম। এই নাচ মূলত এককভাবে পরিবেশিত হয়। যা অন্যান্য লোকনৃত্যের মতো

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 53
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 451 - 455
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

যৌথ বা দলবদ্ধ নৃত্য নয়। পূর্বে গানের বিষয় ছিল রাধাকৃষ্ণলীলা। বর্তমানে অবশ্য বিষয়ের মধ্যে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে, বিষয় হিসাবে আসছে লোকজীবন। অন্যের মনোরঞ্জন বা চাহিদা-পূরণ-ই মূল লক্ষ্য। সেই জন্য এখন এমনকি ফিল্মি গানেরও অনুকরণ হচ্ছে।

।। দুই।।
নাচনী হয়ে ওঠবার কণ্টকাকীর্ণ পথ

'নাচনী' শব্দটির ভিতর একটা সামাজিক অন্যরকমের দৃষ্টিভঙ্গী আছে। কিন্তু প্রকৃত নাচনী বললেই সেটা হওয়া যায় না। তার জন্যে নাচনী হতে চাওয়া মেয়েদের একটা বিপুল পরিশ্রম ও বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে যাত্রা করতে হয়। রসিক এবং নাচনীর সম্পর্ককে কারো নিজস্ব যুক্তিতে 'সহজ পথের ধারক' বা রাধা-কৃষ্ণলীলার প্রতি রূপ হিসেবে বিশ্বাস করার বা বলবার স্বাধীনতা অবশ্যই আছে। পুরুষের মনোরঞ্জনকারী নৃত্য-গীত হিসেবেই 'নাচনী' জঙ্গলমহলের লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হিসেবেই পরিচিত।

সাধারণত নাচনীরা কামার, ডোম, মুচি, বাগদি, লোহার, বাগাল প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির দারিদ্র পরিবারের কন্যা হয়। কখনও রসিকের প্রতি আকর্ষণের জন্য, কভু বা নাচনী হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় এরা ঘর ছাড়ে। কেউ বা টাকার বিনিময়ে অথবা বলের দ্বারা বাধ্য হয় নাচের দলে যোগ দিতে। এককথায়, নাচনীরা সবাই সমাজের নিম্নবর্গের অতি দরিদ্র মানুষ। অভাব, অনটনের মধ্যে চলে দৈনন্দিন জীবনযাপন। এককথায় অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। সেক্ষেত্রে দু-জন নাচনীর কেস-হিস্ট্রি উল্লেখ করা গেল। যেমন—

(ক) সটরার নাচনী বিমলা : সে এই পেশায় এসেছে মূলত অভাবের তাড়নায়, পেটের জ্বালায়। স্বেচ্ছায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার মূল কারণ কঠিন দারিদ্র। বিমলার মতে, মানুষ পেটের ক্ষুধাকে নেভানোর জন্য নানাধরণের কাজ করে, তখন পেশা ভালো কি মন্দ বিচার করার মতো ক্ষমতা থাকে না, পেটের আগুন নেভানোই হয় একমাত্র লক্ষ্য। চারদিকে মানুষ একটু ভালভাবে খেয়েপড়ে বেঁচে থাকার জন্য কত ধরনের কাজই না করছে। বিমলাও সেইরকম ক্ষুধা থেকে মুক্তির দিশা পেয়েছে নাচনী হয়ে।

(খ) নাচনী গীতারাণি : বাড়িতে অভাবের জ্বালায় ভাইয়ের সঙ্গে কলহের পর বর্দ্ধমানে বাড়ির কাছে রেললাইনে মাথা দিতে গিয়েছিল। সেখানে পুরুলিয়া থেকে আসা যে মজুররা রেললাইনের কাজ করছিল, তারা গীতাকে উদ্ধার করে পুরুলিয়ায় নিয়ে আসে এবং রসিক নিবারণের কাছে দিয়ে দেয় নাচনী করার জন্য।

সীমাহীন সাংসারিক অভাব ছাড়াও সামাজিক নানা কারণও পুরুলিয়ার মেয়েদের নাচনী হতে বাধ্য করে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপিকা জলি বাগচি (গুপ্ত) একদা লিখেছেন—

> "পরিবারে যদি তের-চোদ্দ বছরের বিবাহযোগ্যা কোন মেয়ে থাকে, তাহলে তো অশান্তির শেষ নেই। পুরুলিয়ার সমাজে পণপ্রথা নামক জঘণ্য কুপ্রথাটা বেশ গভীরে বিরাজ করছে। তাকে উৎপাটনের কোন পথ গরিব মানুষদের জানা নেই। ফলে অনূঢ়া মেয়েদের অবস্থাটা খুবই কঠিন, জর্জরিত। পণ দিতে অসমর্থ অভিভাবকদের ঘাড়ের বোঝা লাঘব করতে এবং জীবনের নিয়মে, যৌবনের টানে, স্বপ্নালু জীবনের আশায় এই সব ঘরের মেয়েরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বাঁচার রাস্তা খোঁজে। তার সামনে তখন একটাই সহজলভ্য রাস্তা আছে— নাচনী পেশা। রীতা, কলাবতী-র মত নাচনীরা এভাবেই নাচনী হয়ে বাঁচার পথ খুঁজেছে।"[৪]

ঝুমুরের প্রতি প্রবল স্বাভাবিক আকর্ষণও নাচনী পেশা গ্রহণের অন্যতম কারণ হিসাবে ধরা যেতে পারে। পুরুলিয়ার আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে আছে ঝুমুরের সুর ও ছন্দ। তাকে অস্বীকার করা খুবই কঠিন। পুরুলিয়ার জনগণের জীবনসংগীত হচ্ছে ঝুমুর। পেটে ভাত নেই তো কি হয়েছে, ঝুমুর তো আছে! ঝুমুরের টান মেয়েদের ঘরের বাইরে টেনে আনে। শোনা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 53
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 451 - 455
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

যায় যে নাচনী নাচের রসিক আজমত শেখের টানে, চামু কর্মকারের ঝুমুরের টানে মেয়েরা ঘরের বাইরে বেরিয়ে পড়ত এঁদের সান্নিধ্য লাভের আশায়, যেমন করে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির সুরের টানে ব্রজাঙ্গনারা ভিড় জমাত। তাই মা-বাবারা সব সময় ঝুমুরের আসর থেকে বা ঝুমুর গানের পরিবেশ থেকে ছেলে-মেয়ে উভয়কেই দূরে রাখার পক্ষপাতী। কারণ ঝুমুর গানের সুরের পাগল করা টান ঘর থেকে মানুষকে বাইরে টেনে আনবেই। সেই টানে ঘর থেকে বেরিয়ে মেয়ে যাতে নাচনী নাচের রসিক, বা নাচনী দলের মালিক, বা তাদের অনুচর-দালালদের খপ্পরে না পড়ে, তার জন্যই বাবা-মা'র উৎকণ্ঠা। কিন্তু পুত্র-কন্যা নির্বিশেষে ভূমিসন্তানদের গলায় যেন জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই ঝুমুরের সুর খেলা করে। মা, বাবা বা অভিভাবকদের সামনে, বিশেষ করে বাইরের লোকের সামনে তারা গান গাইতে চায় না এবং অভিভাবকরাও তাঁদের নানা সংস্কার দিয়ে আটকে রাখতে চান। কিন্তু যার গলায় জন্মগত গানের সুর খেলছে, এবং যে মেয়ে সামান্যতমও সুন্দরী, তাকে তো বাইরের আকর্ষণ দু-হাত ডানা মেলে ডাকবেই— শুধু ধরা দেওয়ার অপেক্ষা। অভিভাবকদের উপেক্ষা করেই কোন দিন সে রসিকের সঙ্গে পালিয়ে যায় বা দালালদের খপ্পরে পড়ে। পুরুলিয়ার গ্রামে গ্রামে এইসব দালালদের প্রায়ই দেখা যায়।

অবিরত জীবন সংগ্রামে, শারীরিক ও মানসিক হেনস্থায় নাচনীরা রুদ্ধশ্বাস। অথচ উপযুক্ত পরিবেশ এবং প্রশিক্ষণ পেলে এদের একটা অংশ নৃত্যশিল্পী হয়ে উঠতে পারে। এদের অবর্ণনীয় দুরাবস্থা ও মানসিক পীড়ন থেকে মুক্ত করার জন্য সরকার এবং সমাজ উভয়েরই সক্রিয় হওয়া দরকার।

।। তিন।।

বাংলা সাহিত্যে নাচনী ও তাদের উত্তোরণ

পুরুলিয়ার নাচনীদের নিয়ে কোন কবিতা কিম্বা মহাকাব্য লেখা হয়েছে কিনা জানা নেই। তবে তাঁদের নিয়ে গ্রামীণ কবিরা লিখেছেন একের পর এক গান। যেমন—

(ক) "নাচ, নাচনি, ঝুমুরিয়া
এই নিয়ে পুরুলিয়া।"[৫] (পরেশ কর্মকার)

(খ) "তুমি বল হবে সবে নাচনি/ নাচনি নহে জননী আমার
শুনহ রাজা জমিদার/ কী দোষে দিলে কারাগার।।"[৬]
(চামু কর্মকারের লেখনীতে পুরুলিয়ার নাচনি)

(গ) "রাজখরসনার মালাবতী/ পার্বতী সঙ্গে আছে
বিমলা সুশীলাবালা/ ভিনসারে পৌঁছে গেছে
গোলাপী আর গীতাবালা/ মটায় মটায় জোড় আছে
আদরমণি সিন্ধুবালা/ বুড়ি হলেও গুণ আছে
সুরমণি সুন্দরবালা/ আস্তে আস্তে নাম লিছে
কৃত্তিবাসের গানে সবাই/ আনন্দে মাতাঞে দিছে।।"[৭]
(কৃত্তিবাস কর্মকার)

আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে নাচনীদের জীবন নিয়ে প্রতিভাস থেকে প্রকাশিত হয়েছে নাচনীদের নিয়ে একটি গল্প সংকলন। সংকলক সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। এছাড়াও নিমাই ভট্টাচার্য নাচনীদের নিয়ে লিখেছেন একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস – 'নাচনী'। একদা এর প্রকাশক 'মিত্র ও ঘোষ' হলেও বর্তমানে 'দে'জ' এই বইটির প্রকাশ জারি রেখেছে। যেখানে দেখা গেছে কোন এক কমলা, গঞ্জুকে বিশ্বাস করে সে ঠকেছে। মার খেয়ে আহত হয়েও তার বিশ্বাস ছিল কেউ না কেউ তাকে ফিরিয়ে নেবে। সেক্ষেত্রে নাচনীর সঙ্গে কথকের কথোপকথন—

"জিজ্ঞাসা করলাম, আজই তোর ছুটি হল?
আজ না, শনিবার হবে। ঠোঁট বেঁকিয়ে নাচনী বলল, সেদিন তোমাকে কলা দেখিয়ে গঞ্জুর মোটরে চড়ে চলে যাব।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 53
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 451 - 455
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর আমাকে কবে নিয়ে যাবি?
> কদিন গঞ্জুর সঙ্গে কাটাই, একটু ভাল-মন্দ খেয়েদেয়ে শরীরে একটু জেল্লা আনি, তারপর তোমাকে নিয়ে যাব। মিট মিট করে হাসতে হাসতে ও বলল, কত দিন গঞ্জু আমাকে কাছে পায় না বল তো?"[৮]

কিন্তু এ সমাজ বড়ো স্বার্থপর। তাইতো কমলা নাচনীর পরিণাম যেন সমস্ত পুরুলিয়ার নাচনীদের পরিণাম হয়ে এক ট্রাজিক আবেশ সৃষ্টি করেছে—

> "তাড়াতাড়ি উঠে ও-ঘরে যেতেই নাচনী আমার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল, তুমি আমাকে একটু থাকতে দাও ডাক্তারবাবু। আমাকে তুমি তাড়িয়ে দিও না।
> কেন? গঞ্জু নিল না?
> কাঁদতে কাঁদতে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, না ডাক্তারবাবু, কেউ আমাকে নিল না। এতদিন ধরে কতজনের কাছে ঘুরলাম, কতজনকে নাচ দেখালাম, গান শোনালাম কিন্তু কেউ আমাকে রাখল না। তারপর আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিও না ডাক্তারবাবু। আমার আর কেউ নেই।"[৯]

তবে কবিতা, গল্প ও উপন্যাসের পাশাপাশি বিভিন্ন সংবাদপত্র ও পত্রিকায় নাচনীদের জীবন ও তাদের ট্রাজেডি নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন, আনন্দবাজারের রবিবাসরীয়তে পারিজাত বন্দ্যোপাধ্যায়। ছত্রাকে লিখেছেন, সুবোধ বসু রায়। যেখানে নাচনী নাচ ও জমিদারী ঘরানার একটা সুস্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। এছাড়াও শিবসনাতন মুখোপাধ্যায় তার 'নিন্দিত নৃত্য নন্দিত হোক' প্রবন্ধে ফুটিয়ে তুলেছেন নাচনীদের জীবনের আরো একটি দিক। কখনো বা 'ঝুমুর গাইছে শ্যাম' প্রবন্ধে জনৈক সমালোচক রসিক ও নাচনীর সম্পর্কের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন এক অনন্য অন্য জীবনের আবেশ। কিন্তু কাল বদলেছে। এখন সমাজ আর নাচনীর পেশাটাকে অসম্মানজনক মনে করে না। জনৈক কিরীটী মাহাত জানাচ্ছেন—

> "ঝুমুর গানের চর্চা আগের থেকে অনেক বেড়েছে। একক ঝুমুর গানের শিল্পীর সংখ্যাও বেড়েছে। নাচনীর সংখ্যাও বেড়েছে। বিভিন্ন মেলা ও অনুষ্ঠানে নাচনীদের ডাক পড়ছে। ঝুমুর ও নাচনী সম্পর্কে একটা কথা চালু আছে— পুরুলিয়ায় সহজ অর্থ উপার্জনের রহস্য লুকিয়ে আছে 'নাচে, গাছে, মাছে'...একটা ভালো দিক, কারণ বর্তমানে অল্প বয়সের যুবকরা নাচনী রাখছে এবং এই পেশাকে নিচু চোখে দেখছে না। নাচনীদের সামাজিকভাবে মান্যতা দিতে দেখা যাচ্ছে, রসিক ও পরিবারের অন্যান্যদের কাছ থেকে সন্মান পাচ্ছে। রসিকরা নাচনীদের জমিজিরেতও লিখে দিচ্ছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে নিশ্চিন্ত থাকার ফলে ঘন ঘন রসিক পাল্টানোর কথা নাচনীরা ভাবছে না ও সেই সঙ্গে পুরানো দিনের মত নাচনী ছেনাছেনিও হচ্ছে না।"[১০]

Reference:

১. ভট্টাচার্য, তরুণদেব, পুরুলিয়া, ফার্মা কে.এল.এম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৬, পৃ. ৩১২
২. বাগচি (গুপ্ত), জলি, পুরুলিয়ার নাচনি ও নাচনি নাচ, অন্যতর পাঠ ও চর্চা, ২০১৫, পৃ. ৭২
৩. তদেব, পৃ. ১০৫
৪. তদেব, পৃ. ৪৭
৫. ঘোষ বক্সি, ড. মিতা, পুরুলিয়ার লোকসংগীত, অক্ষর প্রকাশনী, ২০১০, পৃ. ১৯৪
৬. তদেব, পৃ. ১৯৫
৭. তদেব, পৃ. ১৯৬
৮. ভট্টাচার্য, নিমাই, নাচনী, দে'জ পাবলিশিং, ২০১০, পৃ. ৯১
৯. তদেব, পৃ. ৯৫
১০. মাহাত, কিরীটী, পুরুলিয়ার নাচনি ও নাচনি নাচ, অন্যতর পাঠ ও চর্চা, ২০১৫, পৃ. ১১৯